গঠনতন্ত্র

জেলা আইনজীবী সমিতি

স্থাপিত-১৮৮০

ময়মনসিংহ

ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি
ময়মনসিংহ।

গঠনতন্ত্র

ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি, ময়মনসিংহ।

গঠনতন্ত্র

❑ সর্বশেষ প্রকাশ কাল :
৩০ জানুয়ারি ২০১০ ইং

❑ প্রকাশনায় :
জেলা আইনজীবী সমিতি, ময়মনসিংহ।

❑ তত্ত্বাবধানে :
এ্যাডভোকেট মোঃ জালাল উদ্দিন খান
সাধারণ সম্পাদক
জেলা আইনজীবী সমিতি, ময়মনসিংহ

❑ কম্পিউটার কম্পোজ ও প্রচ্ছদ অলংকরণে :
বিপ্লব দেবনাথ

❑ মুদ্রণে ঃ তিথি প্রেস
গোলপুকুরপাড়, ময়মনসিংহ।

গঠনতন্ত্র

ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি, ময়মনসিংহ।

অনুচ্ছেদ প্রস্তাবনা ঃ

১। এই আইনজীবী সমিতি "ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি" নামে অভিহিত হইবে।

২। এই আইনজীবী সমিতির গ্রন্থাগার "জেলা আইনজীবী সমিতি গ্রন্থাগার, ময়মনসিংহ" নামে পরিচিত হইবে।

৩। আইন পেশানুরাগী সমাজের যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি এককালীন ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা বা তদূর্ধ চাঁদা প্রদানে সমিতির সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির সম্মানজনক আজীবন সদস্য হইতে পারিবেন, এবং অন্য সদস্যের ন্যায় সমিতি ও আইনজীবী গ্রন্থাগার ব্যবহার করিবার অধিকারী হইবেন, তবে ভোটাধিকার প্রয়োগের কিংবা নির্বাহী কমিটির কোন পদে প্রার্থী হওয়ার অধিকার থাকিবে না।

৪। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক অ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত সকল এল এল বি ডিগ্রীধারী আইনজীবী অথবা সমমানের ডিগ্রীধারী ব্যক্তি ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য হইবার যোগ্য হইবেন, তবে নির্বাহী কমিটির সম্যক তদন্ত ও পরীক্ষা সাপেক্ষে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, আবেদক আইনজীবী আইন পেশার পরিপন্থি কোন ব্যবসায়, পেশায় বা অন্য কোন কারবারে তিনি নিয়োজিত আছেন কি না এবং যদি জানা যায় যে, আবেদক আইনজীবী উক্তরুপ কোন ব্যবসায়, কারবারে বা পেশায় নিয়োজিত তখন নির্বাহী কমিটি এই আবেদনকারীকে সদস্যতা দিতে অস্বীকার করিবেন। (বিগত ইং ১৭-১১-৯১) সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত।

৫। (১) বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক অ্যাডভোকেট হিসাবে স্বীকৃত আইনে তালিকাভুক্ত কোন আইনজীবী তাহারও ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করিলে ৪ অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে নির্ধারিত ফরমে তাঁহার পরিচয় অথবা পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত উল্লেখে সাধারণ সম্পাদকের বরাবরে আবেদন করিতে হইবে, যেমন-তাঁহার পূর্ণ নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, পূর্ণ ঠিকানা এবং অ্যাডভোকেট হিসাবে বার কাউন্সিলে তালিকাভূক্তির ক্রমিক নম্বর, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জন্ম তারিখ এবং অত্র সমিতির দুইজন নিয়মিত সদস্যের সুপারিশ। (বিগত ইং ১৭-১১-৯১) তারিখে সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

(২) উপরিউক্ত (১) দফার অধীন আবেদনপত্রের সহিত এমন পরিমাণ অংকের টাকা আবেদককে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের বরাবর জমা দিতে হইবে যে পরিমাণ সমিতি উহার বার্ষিক বাজেটে নির্ধারণ করে এবং যখন সমিতির মাসিক চাঁদা সংবিধানে ব্যবস্থিত বিধিমালা এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক অন্যান্য ফিসসহ উক্ত আবেদনপত্র দাখিল করা হয়। (বিগত ইং ১৯-১১-৮৬ তারিখে সমিতির সাধারণ সভার প্রস্তাব অনুযায়ী সংশোধিত)।

(৩) যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে (১) দফার অধীন দাখিলী আবেদনপত্রটি গ্রহণযোগ্য না হয়, তাহা হইলে (২) দফার অধীন জমাকৃত টাকা ফেরৎ দেওয়া হইবে।

৬। পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অথবা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখ যদি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে পুনরায় অফিস খোলার দিন ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন পরিমাণের মাসিক চাঁদা প্রদান করিবেন যে পরিমাণ টাকা সমিতি উহার বার্ষিক বাজেটে নির্ধারণ করে। (বিগত ইং ১৭-১১-৯১ তারিখে সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

৬। (ক) পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে অথবা পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখ যদি ছুটির দিন পড়ে, এই অবস্থায় পুনরায় অফিস খুলিয়া যাওয়ার দিন সমিতির ভাড়াটে কক্ষ (চেম্বার) ব্যবহারকারী প্রত্যেক সদস্য মাসিক ভাড়া নির্ধারিত হারে পরিশোধ করিবেন।

৭। (১) ৬ অনুচ্ছেদে এবং অন্যকোন অনুচ্ছেদ অথবা তদাধীন গঠিত বিধি মোতাবেক এই সমিতির কোন সদস্যের প্রদেয় কোন পরিমাণ টাকা এবং মাসিক চাঁদা অত্র সংবিধানের অধীন অথবা উহার অধীন নির্ধারিত সংবিধি অনুযায়ী নির্ধারিত মেয়াদ মধ্যে পরিশোধ না করা হয়, তাঁহার সদস্যপদ অবিলম্বে অবসান হইয়া যাইবে এবং "সদস্য-নিবন্ধন বহি" হইতে তাঁহার নাম তাৎক্ষনিকভাবে কর্তন যাইবে এবং সেইক্ষেত্রে ভাড়াটে কক্ষসহ (চেম্বারসহ) গৃহাদি ও উহার লাগোয়া ভূমি এবং সমিতির গ্রন্থাগারের কোন পুস্তকাদি ব্যবহার করা থেকে তিনি বারিত হইবেন; এবং ৭ (২) অনুচ্ছেদের বিধান সাপেক্ষে, নির্বাহী কমিটি খেলাপী সদস্যদের নিকট থেকে যাবতীয় পাওনা আদায়ের সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপনান্তে এবং এই উপলক্ষ্যে আহুত সাধারণ সভায় হাউসের অনুমোদিত সিদ্ধান্তক্রমে তাহাদের নাম "আইনজীবী নিবন্ধন বহি" থেকে কর্তনের জন্য খেলাপী সদস্যদের নামাবলী বার কাউন্সিলে প্রেরণ করিবে। (বিগত ইং ১৭-১১-৯১ তারিখে সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

(২) যদি অনুচ্ছেদের (১) দফাধীন কোন সদস্যের সদস্যপদ বাতিল হইয়া যায়, তিনি অফেরৎযোগ্য এমন পরিমাণ টাকা পুনঃভর্তি ফি বাবদ জমা দিবেন, যে পরিমাণ সমিতি উহার বার্ষিক বাজেটে নির্ধারণ করে এবং তাঁহার সদস্যতা অবসানের তিন মাসের মধ্যে আবেদন করিতে পারিবেন। (বিগত ইং ১৭-১১-৯১ তারিখে সমিতির সাধার সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

৮। ইচ্ছুক যে কোন সদস্যের এই সমিতি থেকে তাঁহার সদস্যপদ প্রত্যাহার করিয়া লইবার অধিকার থাকিবে এবং ৫ অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে পুনঃভর্তি করা যাইতে পারে।

৯। (১) প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চের মধ্যে প্রত্যেক সদস্য সমিতির কল্যাণ তহবিলে চাঁদা বাবদ বৎসরে এমন পরিমাণ টাকা প্রদান করিবেন, যে পরিমাণ টাকা সমিতি উহার বার্ষিক বাজেটে নির্ধারণ করে এবং প্রত্যেক সদস্যের এক বা একাধিক নমিনি থাকা প্রয়োজন। (বিগত ইং ১৭-১১-৯১ তারিখে সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

(২) যদি কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন অথবা পেশা চালাইয়া যাইতে সম্পূর্ণরুপে অক্ষম হইয়া পড়েন, তবে সমিতির সদস্য হিসাবে (ক) কমপক্ষে পাঁচ বৎসর চাঁদা পরিশোধ করিয়া থাকিলে তাঁহার মৃত্যুতে বা সম্পূর্ণ অক্ষমতায় এককালীন ২৫,০০০/- (পঁচিশ হাজার) টাকা, (খ) কমপক্ষে দশ বৎসর চাঁদা পরিশোধিত করিয়া থাকিলে এককালীন ৫০,০০০/- টাকা, (গ) কমপক্ষে পনর বৎসর চাঁদা পরিশোধিত থাকিলে একালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, (ঘ) বিশ বৎসর বা তদোর্ধ বৎসরের চাঁদা পরিশোধিত করিয়া থাকিলে এককালীন ২,০০,০০০/- (দুই লক্ষ) টাকা যাহাই হউক না কেন, কল্যাণ তহবিল হইতে বিয়োগ-বিধুর পরিবারকে অথবা অক্ষম সদস্যকে উক্তরুপ টাকা প্রদান করিতে হইবে। তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সদস্যের অক্ষমতার এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার কল্যাণ তহবিলের টাকা পরিশোধিত থাকিতে হইবে এবং কল্যাণ তহবিল হইতে বক্রী টাকা প্রদান সংকুলান না হইলে সাধারণ তহবিল হইতে এবং যদি সাধারণ তহবিল হইতেও তাহা প্রদান করা সম্ভবপর না হয়, তবে স্থিতি (ব্যালেন্স) পরিমাণ দেয় টাকা বিশেষ চাঁদার মাধ্যমে সমিতির সকল সদস্য-সদস্যাদের নিকট থেকে সংগৃহিত হইবে। (সাধারণ সভার প্রস্তাব/সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত)।

৯। (২) (ক) সমিতির আয় বৃদ্ধি পাইলে (৯) (২) অনুচ্ছেদের নির্ধারিত কল্যাণ তহবিল হইতে সসদ্যগণকে প্রদেয় টাকার পরিমাণ সমিতি উহার বার্ষিক সাধারণ বাজেট অধিবেশনে বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) অনুচ্ছেদের (১) দফা এবং (৪) দফার শর্ত মতে চাঁদার টাকায় কল্যাণ তহবিল গঠিত হইবে। "কল্যাণ তহবিল ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি" নামে একটি পৃথক হিসাব যে কোন তফসিলী ব্যাংকে পরিচালিত হইবে।

(৪) ওকালত নামা, হাজিরা, জিম্মানামা ইত্যাদি বিক্রয়লব্ধ নেট আয়ের ১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ) অর্থ সমিতির কল্যান তহবিলে, ১/৪ (চার ভাগের এক ভাগ) অর্থ সাধারণ তহবিলে এবং বাকী ১/২ (অর্ধেক) অর্থ সংশ্লিষ্ট সদস্যের অনুকূলে জমা হইবে। যদি উক্ত হারে কল্যাণ তহবিলের টাকা জমা না দেওয়া হয় তাহা হইলে সাধারণ সম্পাদক তৎজ্জন্য ব্যক্তিগতভাবে সমিতির নিকট দায়বদ্ধ থাকিবেন এবং ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন। (সমিতির সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক)।

(৫) প্রতি বৎসর ১৫ই নভেম্বরের মধ্যে সমিতির "ত্রাণ তহবিল"- এ প্রত্যেক সদস্যকে এমন পরিমাণ টাকা চাঁদা দান করিতে হইবে, যে পরিমাণ টাকা সমিতি উহার বার্ষিক বাজেটে নির্ধারণ করে এবং যে কোন তফসিলী ব্যাংকে "ত্রাণ তহবিল, ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি" নামে একটি পৃথক হিসাব থাকিবে এবং সমিতির কোন সদস্য অসুস্থতা হেতু নিবন্ধন পেশা চালাইয়া যাইতে অসমর্থ হইলে নির্বাহী কমিটি একটি যুক্তিসংগত পরিমাণ টাকা তাহাকে প্রদান করিবে।

(৬) সমিতির কল্যাণ তহবিল এবং ত্রাণ তহবিল এর ব্যবস্থাপনার সার্বিক দায়িত্ব একটি কমিটির উপর ন্যাস্ত থাকিবে। উক্ত কমিটির নাম হইবে "কল্যাণ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি"। সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে ঐ কমিটির সদস্য সচীব হইবেন। বর্তমান সভাপতিসহ সমিতির সাবেক দুইজন সভাপতি ও সাবেক একজন সাধারণ সম্পাদক এই কমিটির সদস্য হইবেন। সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় সাবেক সভাপতি ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক হইতে সদস্য মনোনীত হইবেন। সাবেক কোন সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক পাওয়া না গেলে সমিতির প্রথম বিশজন সিনিয়র সদস্যদের মধ্য হইতে উক্ত কমিটির তিনজন সদস্য মনোনীত হইবেন।

(৭) কল্যাণ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা কমিটি কল্যাণ তহবিল ও ত্রাণ তহবিল ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন ও তহবিলদ্বয়ের কোন টাকা সমিতির অন্য খাতে কোন অবস্থাতেই ব্যয় করা যাইবে না।

(৮) কল্যাণ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে ঐ তহবিলদ্বয়ের কোন টাকা উত্তোলন বা প্রদান করা যাইবে না।

(৯) কল্যাণ ও ত্রাণ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ ও ত্রাণ বিষয়ক ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করিবেন এবং ঐ তহবিলদ্বয় হইতে টাকা উত্তোলন করার সময় ঐ কমিটির সিদ্ধান্তের কপি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে দাখিল করিতে হইবে। কল্যাণ ও ত্রাণ তহবিল হইতে অন্য কোন খাতে কোন অর্থ কোনভাবেই ব্যয় করা যাইবে না।

১০। (১) সমিতির একজন সভাপতি এবং দুইজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক এবং তিনজন সহকারী সম্পাদক, একজন অডিটর এবং সাতজন সদস্য থাকিবেন। নিম্নে বর্ণিত বিধান মোতাবেক একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, তিনজন সহকারী সম্পাদক, একজন অডিটর এবং সাতজন সদস্য এর সমন্বয়ে গঠিত একটি নির্বাহী কমিটির সকল নির্বাহকগণ সমিতির সদস্য-সদস্যাদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

(২) তিনজন সহকারী সম্পাদকের মাঝে যিনি পেশায় বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি প্রথম সহকারী সম্পাদক নামে পরিচিত হইবেন। যখন তিনজন সহকারী সম্পাদকই পেশাগত দীর্ঘতম সমান হইয়া পড়েন, তখন সমিতির সভাপতি তাঁহাদের পেশাগত দীর্ঘতায় তাঁহাদের পেশাগত সময়কাল সমান দীর্ঘতা হেতু, প্রথম সহকারী সম্পাদক, দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক এবং তৃতীয় সহকারী সম্পাদক মনোনিত করিবেন।

১১। নির্বাহী কমিটির সদস্যগণ এই সমিতির সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন এবং প্রতি বৎসর পহেলা ফেব্রুয়ারী থেকে পূর্ণ বৎসরকাল স্ব স্ব পদে থাকিবেন।

করণ নির্বাহকদের যোগ্যতা ঃ

১২। (১) ময়মনসিংহ জেলা আদালতে কোন সদস্য কমপক্ষে পূর্ণ ২০ (বিশ) বৎসর ওকালতি না করা পর্যন্ত সমিতির সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হইবেন না।

(২) ময়মনসিংহ জেলা আদালতে কোন সদস্য কমপক্ষে পূর্ণ ১৫ (পনর) বৎসর ওকালতি না করা পর্য্যন্ত সমিতির সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হইবেন না।

(৩) ময়মনসিংহ জেলা আদালতে কোন সদস্য নূন্যতম পূর্ণ ১২ (বার) বৎসর ওকালতি না করা অবধি সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হইবেন না। (ইং ২৯-০১-১৯৮৫ তরিকে বার্ষিক সভার সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

(৪) ময়মনসিংহ জেলা আদালতে কোন সদস্য নিদেন পক্ষে ৭ (সাত) বৎসর ওকালতি না করা পর্য্যন্ত প্রথম সহকারী সম্পাদক, দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক, তৃতীয় সহকারী সম্পাদক এবং অডিটর পদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হইবেন না।

(৫) কোন সদস্য একই পদে এক নাগাড়ে দুই বারে বেশী নির্বাচিত হইতে পারিবেন না।

১৩। কোন কারণ-নির্বাহক তাঁহার কার্যকাল পূর্ণ করিতে অসমর্থ হইলে অনতিক্রান্ত সময়ের রিক্তিকাল যদি ১২০ (একশত বিশ) দিনের বেশী হয়, উক্ত শূণ্য পদ উপ-নির্বাচন দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে।

১৪। এই সমিতি এবং নির্বাহী কমিটির সভায় সভাপতি মহোদয় সভাপতিত্ব করিবেন। সমিতির প্রশাসন সর্বদাই সভাপতির তত্ত্বাবধানে এবং নিয়ন্ত্রাণাধীন থাকিবে। কোন সভায় সভাপতির অনুপস্থিতিতে পেশায় জ্যেষ্ঠতর সহ-সভাপতি উক্ত সভাপতিত্ব করিবেন এবং কোন সভায় সভাপতি এবং সহ-সভাপতি উভয়েই অনুপস্থিত থাকিলে সমিতির অথবা নির্বাহী কমিটির উপস্থিত সদস্যদের মধ্য থেকে উক্ত সভায় সভাপতি নির্বাচন করিবেন।

১৫। সমিতির তহবিলের জিম্মাদার হইবেন সাধারণ সম্পাদক এবং সার্বিক হিসাব-নিকাশ, অফিস ব্যবস্থাপনা, সমিতির সম্পত্তি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য যাবতীয় বিষয়ের জন্য তিনি দায়ী হইবেন। সাধারণ সম্পাদক সমিতির হিসাবপত্র যথাযথভাবে রক্ষনাবেক্ষণ করিবেন এবং খরচের প্রতিটি রসিদ (ভাউচার) তাঁহার দ্বারা অবশ্যই প্রতি স্বাক্ষরিত হইবে।

১৬। (১) তিনজন সহকারী সম্পাদকের মাঝে যে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক সমিতির গ্রন্থাগারের জিম্মায় থাকিবেন, তিনি উক্ত গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির তালিকা প্রস্তুত করানো, সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগারের জিম্মায় থাকিবেন, তিনি উক্ত গ্রন্থাগারের পুস্তকাদির তালিকা প্রস্তুত করানো, সংরক্ষণ এবং গ্রন্থাগারের জন্য সংগ্রহীতব্য পুস্তকের জন্য দায়ী হইবেন এবং কোন পুস্তক হারাইয়া গেলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে উহা সাধারণ সম্পাদককে লিখিতরুপে অবহিত করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদক উক্ত পুস্তকের মূল্য আদায় করিবেন, যদি তাহা কোন সদস্য দ্বারা হারাইয়া যায়, যিনি গ্রন্থাগার হইতে সেই পুস্তক গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তকের মূল্য তাঁহার নিকট হইতে মাসিক চাঁদার সংগে আদায় করা হইবে এবং যদি মাসিক চাঁদার সংগে উক্ত পুস্তকের মূল্য পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে মাসিক চাঁদার টাকা গ্রহণ করা যাইবে না এবং তাঁহার সদস্যতা ৭ (সাত) অনুচ্ছেদের অধীন অবসান হইয়া যাইবে।

(২) যদি কোন সদস্য গ্রন্থাগারের কোন বই নিজ বাড়ীতে নিতে ইচ্ছা করেন, এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদকের অনুমতি গ্রহণ অবশ্যই প্রয়োজন হইবে এবং যদি দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক কোন সদস্যকে তাঁহার নিজ বাড়ীতে গ্রন্থাগারের কোন বই নেওয়ার অনুমতি প্রদান করেন, তখন করনিক "কর্জ বই নিবন্ধন বহি" তে বইয়ের মূল্যসহ বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া রাখিবেন এবং কর্জরুপে উক্ত বই গ্রহণকালে গ্রহীতা সদস্য দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত হইবে এবং নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রণীত যে কোন বিধি-বিধান এবং সমিতির সভায় সকল সাধারণ সদস্য-সদস্যা দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত বা বিধান মতে পুস্তক ফেরৎ গ্রহণ বিষয়টি সুষ্ঠভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে। অধিকন্তু গ্রন্থাগারের আইন-বই সংরক্ষণ এবং বিতরণের জন্য সমিতি এইরুপ বিধি বা উপ-বিধি প্রণয়ন করিতে পারে উহা যাহা প্রয়োজন মনে করে। (বিগত ইং ১৭-১১-৯১ তারিখে সমিতির সাধারণ সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

(৩) গ্রন্থাগারের পুস্তকাদি যথাযথ রক্ষণাবেক্ষনের নিমিত্তে উহার দায়িত্বে থাকা দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক কোনরুপ পুস্তক ক্রয়ের প্রয়োজনে প্রত্যেক বইয়ের সম্ভাব্য খরচ দফা-ওয়ারী হিসাবক্রমে সাধারণ সম্পাদকের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তহবিল প্রার্থনায় এই সম্পর্কে আনুষ্ঠানিকভাবে "অধিযাচন-পত্র" (এ ফরমাল ডিমান্ড লেটার) দিবেন, এবং সাধারণ সম্পাদক উহা প্রাপ্তি অন্তে প্রার্থিত তহবিল অনুমোদনের নিমিত্তে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদকের প্রদত্ত অধিযাচন-পত্রটি তিনি নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন এবং পরবর্তীতে যাবতীয় কার্যাদি সমাপনান্তে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক সমস্ত রসিদ (ভাউচার) সাধারণ সম্পাদকের নিকট দাখিল করিবেন।

(৪) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে প্রথম সহকারী সম্পাদক তাহার যাবতীয় দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করিবেন এবং তিনি সমিতির বার্ষিক আইন সাময়িকী প্রকাশনার দায়িত্বেও থাকিবেন।

(৫) সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে সমিতির যাবতীয় হিসাবে কার্যকর হইবে। সমিতির একটি "ক্যাশ-বহি" রক্ষিত হইবে যাহাতে প্রতিটি কর্ম-দিবসে উদ্বোধন এবং সমাপনী হিসাব-স্থিতি লিপিবদ্ধ হইবে এবং প্রত্যেক খরচের রসিদে (ভাউচারে) ক্রমিক নম্বর বসাইতে হইবে এবং সাধারণ সম্পাদক একই তারিখে খরচের রসিদ সুক্ষভাবে পরীক্ষা করিয়া মিলাইয়া স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

(৫) (ক) সাধারণ সম্পাদক চলতি দায় মিটাইবার জন্য অনুর্ধ ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হাতে রাখিতে পারিবেন। তবে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার উর্ধে কোন ব্যয় সমিতির কার্য্যকরী কমিটির পূর্ণ অনুমোদন ছাড়া সাধারণ সম্পাদক ব্যয় করিতে পারিবন না। ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকার উর্ধের কোন ব্যয় কার্য্যকরী কমিটি বিনা কোটেশানে বা বিনা টেন্ডারে করিতে পারিবেন না।

(৬) সাধারণ সম্পাদক সমিতির প্রয়োজনীয় চলতি দায়ে মিটাইবার নিমিত্তে অনূর্ধ মবলগ ২,০০০.০০ (দুই হাজার) টাকা সংগে রাখিতে পারিবেন।

(৭) (ক) সমিতির অডিটর প্রয়োজনে আর্থিক হিসাব নিকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিবার অবাধ অধিকার থাকিবে এবং সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব নিজ মন্তব্য সহকারে তাহার অডিট রিপোর্ট অবশ্যই একটি হিসাব-স্থিতি পত্র প্রস্তুত করিবেন এবং সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় উহার অডিট রিপোর্টিটি অবশ্যই আলোচিত হইবে। (ইং ১৯-১১-৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

(৭) (খ) সমিতির উহার আর্থিক হিসাব নিকাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বর্হি-নিরীক্ষক নিয়োগ করিতে পারে এবং এইক্ষেত্রে সমিতির নির্বাচিত নিরীক্ষক বহি-নিরীক্ষককে প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করিবেন।

(৭) (গ) অডিটর প্রতি বৎসর সমিতির আয় ব্যয়ের সাময়িক (Periodical) অডিট করিবেন। ফেব্রুয়ারী হইতে এপ্রিল এই তিন মাস প্রথম সাময়িক, মে হইতে জুলাই দ্বিতীয় সাময়িক, আগষ্ট হইতে অক্টোবর তৃতীয় সাময়িক এবং নভেম্বর হইতে জানুয়ারী শেষ সাময়িক। প্রতিটি সাময়িক (Periodical) অডিট রিপোর্টই সাধারণ সম্পাদক অডিট রিপোর্ট শেষ হওয়ার পরবর্তী দশ দিনের মধ্যে সমিতির সভায় পেশ করিবেন।

১৭। (১) সাধারণ সম্পাদক সভার তারিখ, সময়, স্থান এবং সভার আলোচ্যসূচী পরিস্কারভাবে উল্লেখক্রমে লিখিত নোটিশ নোটিশ-বোর্ডে প্রদানে সমিতির সকল সভা আহবান করিবেন এবং হাজির প্রাপ্য সকল সদস্য-সদস্যাদেরকে উক্ত নোটিশ প্রদর্শন করাইতে হইবে এবং উহার এক কপি সমিতির নোটিশ বোর্ডে সাঁটানো থাকিবে।

(২) সমিতির সাতজন সদস্য-সদস্যার তলবী সভার দরখাস্তের দুই দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একটি সভা আহবান করিবেন এবং সাধারণ সম্পাদক উহা আহবানে ব্যর্থ হইলে উক্ত তলবী দরখাস্তকারীগণ নিজেরাই উক্ত সভা আহবানের অধিকারী হইবেন এবং উক্ত সভায় তলবী দরখাস্তের বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, গৃহীত সিদ্ধান্তটি কোন সদস্যের ভিন্নমত পোষণ সাপেক্ষে, সমিতির সকল সদস্য-সদস্যের একক সিদ্ধান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) সাধারণ সম্পাদক সমিতির সকল সভার কার্য-বিবরণীর রেকর্ড রাখিবেন এবং সভার সভাপতি এবং সম্পাদকের স্বাক্ষরিত সকল সভার প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তে পূর্ণ রেকর্ড সমিতির "রেজুলিউশন বুক"- এ লিপিবদ্ধক্রমে তিনি উহা সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে প্রথম সহকারী সম্পাদক এবং সাধারণ সম্পাদক ও প্রথম সহকারী সম্পাদক উভয়ের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদক এবং দ্বিতীয় সহকারী সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তৃতীয় সহকারী সম্পাদক তাহার নিজের নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্য ছাড়াও সম্পাদকের যাবতীয় দায়িত্ব ও কতর্ব্য পরিশাষণ করিবেন।

(৫) উক্ত চারিজন সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সমিতির সভাপতি তাহার লিখিত আদেশে সমিতির কার্য্যাদি সম্পাদনের জন্য নির্বাহী কমিটির যে কোন সদস্যকে মনোনীত করিবেন।

(৬) নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য-সদস্যাগণকে তাঁহাদের কার্য্যাদির জন্য হাউসের নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে।

(৭) যখন কোন সদস্য সমিতির কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সাধারণ সম্পাদকের নিকট কোন অভিযোগ আনয়ন করেন, বিষয়টি পর্যবেক্ষণক্রমে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন এবং অভিযোগটি যদি জটিল প্রকৃতির হয়, তখন সাধারণ সম্পাদক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপন করিবেন এবং তিনি (সাঃসঃ) নির্বাহী কমিটি সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিবেন।

(৮) পেশাগত নৈতিকতা এবং অসদাচরণ সম্পর্কে এই সমিতির সদস্যদের বিরুদ্ধে সমিতির কোন সদস্য অথবা কোন সাধারণ লোকের আনীত যে সমস্ত অভিযোগ সাধারণ সম্পাদক প্রাপ্ত হন, সেইগুলি তিনি নির্বাহী কমিটিতে পেশ করিবেন এবং নির্বাহী কমিটি উক্ত অভিযোগসমূহ তদন্তক্রমে উভয় পক্ষের শুনানী গ্রহণান্তে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং যদি নির্বাহী কমিটি মনে করে যে, সমিতির নির্দিষ্ট কোন সদস্যের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ, তখন সেই বিশেষ উপলক্ষে তাঁহার দ্বারা আহুত সমিতির সাধারণ সভায় বিষয়টি উপস্থাপন করিবেন এবং সমিতি এইরুপ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে তিনি উহা বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে প্রেরণ করিবেন।

(৯) ৩২ অনুচ্ছেদের অধীন সমিতির নির্বাহী কমিটির করণ-নির্বাহকদের (অফিস-বিয়ারারস) নির্বাচনের পর নব-নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক নূতন বৎসরের বাজেট প্রস্তুতক্রমে বার্ষিক সাধারণ সভায় যথারীতি পেশ করিবেন।

(১০) বাজেটের সংগে পূর্ববর্তী বৎসরের অডিট রিপোর্টটিও বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থাপিত হইবে।

(১১) বাজেটে অনুক্ত যে কোন জরুরী অথবা সম্ভাব্য খরচ মিটাইবার নিমিত্তে উক্ত সংবৎসরে সাধারণ সম্পাদক অনূর্ধ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা ব্যয় করিবার অধিকর থাকিবে।

(১২) সাধারণ সম্পাদক দৈনিক পারিশ্রমিক প্রদানের ভিত্তিতে যে কোন অস্থায়ী ভৃত্য, ঝাড়ুদার ইত্যাদি নিয়োগ দান করিতে পারিবেন যে পারিশ্রমিক বাজেটের "উপ-নিমিত্ত-নিবি" (কনটিনজেনসী ফান্ড) হইতে মিটাইতে হইবে।

(১৩) এই সংবিধানে ক্রমানুরূপে উল্লিখিত থাকায়, সমিতির করনিক এবং অন্যান্য বেতনভুক্ত কর্মচারীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ছাড়াও উহার প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত এমন অন্য যে কোন দায়িত্ব পালনের ভার তাহাদের উপর অর্পন করিবার অধিকার সাধারণ সম্পাদকের থাকিবে।

১৮। সাধারণতঃ স্থায়ী ভিত্তিতে সমিতির দুইজন করনিক, একজন দারোয়ান এবং একজন পিয়ন থাকিতে পারে, তবে যখন প্রয়োজন হইবে, নির্বাহী কমিটির অনুমোদনক্রমে অন্য ব্যক্তি সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক অস্থায়ী ভিত্তিতে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

১৯। স্থায়ীরূপে নিযুক্তীয় কর্মচারীদের চাকুরীর শর্তাবলী এবং নির্বাহী কমিটি দ্বারা নির্ধারিত হইবে এবং এই সমস্ত বিষয় অনুমোদনের নিমিত্তে সমিতির সাধার সভায় পেশ করিতে হইবে।

সভা ঃ

২০। সমিতির যে কোন সাধারণ এবং বিশেষ সভা আবশ্যক মত অনুষ্ঠিত হইবে।

২১। প্রতি বৎসর সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা ১০ই ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হইবে, যাহাতে নতুন বাজেট উপস্থাপিত, আলোচিত এবং অনুমোদিত হইবে এবং একই সংগে পূর্ববর্তী বৎসরের হিসাব নিকাশ সংক্রান্ত যে কোন বিষয় আলোচিত এবং প্রস্তাব গ্রহীত হইবে। যদি ১০ই ফেব্রুয়ারী ছুটির দিন পড়ে, পরবর্তী তারিখে অফিস খোলার দিন বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

২২। এই সংবিধানে অন্যরূপ বিধান ব্যবস্থিত না থাকিলে, সমিতির ৩৫ জন সদস্য-সদস্যার উপস্থিতিতে সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সভার 'কোরাম' গঠিত হইবে।

২৩। এই সংবিধানের বিধানাধীন প্রস্তুত সংবিধানের সংশোধন অথবা পরিবর্তন অথবা অনুচ্ছেদ সংযোজনের নিমিত্তে আহুত সাধারণ সভার কোরামের জন্য নিবন্ধনকৃত সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের ভোটের প্রয়োজন হইবে।

২৪। কোরাম অভাবে পূর্ববর্তী সভা ব্যর্থ হওয়াতে একই আলোচ্য সূচীর সম্পর্কে নতুন সভা অহবান করিলে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

২৫। সংবিধানে অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, প্রত্যেক বিষয় সভার উপস্থিত অধিকাংশ সদস্যের দ্বারা নিষ্পত্তি হইবে।

২৬। সাধারণ সম্পাদক "সভার কার্য-বিবরণী বহি" সংরক্ষণ করিবেন, যাহাতে প্রত্যেক সভার কার্যক্রম লিপিবদ্ধক্রমে উক্ত সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে; তাহা পরবর্তী সভায় পঠিত এবং স্থিরীকৃত হইবে।

২৭। সমিতির কোন সাধারণ সভা অথবা বার্ষিক সাধারণ সভা আহবানের জন্য পূর্ণ ৭ (সাত) দিনের নোটিশের প্রয়োজন হইবে; তবে বিশেষ বা জরুরী সভা স্বল্প সময়ের নোটিশে আহবান করা যাইবে।

২৮। কোন সদস্য বারে অনুপস্থিত থাকার কারণে কিংবা অন্যান্য কারণে যদি তাহার উপর নোটিশ জারী করা না যায়, তৎজন্য সভার কার্য-বিবরণী অসিদ্ধ বা বাতিল হইবে না।

২৯। সভার নিস্পত্তিকৃত বা সিদ্ধান্তিত কোন বিষয় পুনরায় আলোচনায় আনা যাইবে না, যদি না সাধারণ সম্পাদকের নিকট তলবী সভার পক্ষে ২১ (একুশ জন) সদস্যের স্বাক্ষরিত দরখাস্ত উল্লিখিত মর্মে দাখিল করা হইয়া থাকে যে, উক্ত বিষয়টি তলবীকারকগণ পুনঃবিবেচনা করিতে চাহেন।

৩০। যদি কোন সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধান লংঘন করেন এবং দেখা যায় যে তিনি এমন খারাপ কাজ করিয়াছেন, যাহা অসম্মানজনক বলিয়া বিবেচিত, এই ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়টি হাইসে প্রেরণের পূর্বে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক নির্বাহী কমিটিতে উপস্থাপিত হইবে এবং তখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ উপস্থিত দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের প্রয়োজন হইবে।

৩১। কোন বিষয় নির্ধারনে যদি ভোটের প্রয়োজন হয়, তখন সভায় উপস্থিত সদস্যগণের ডান হাত উঠাইবার মাধ্যমে বিষয়টি নিস্পত্তি হইবে।

৩২। (১) সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থিত বিধান সাপেক্ষে ১০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত মতে যে কোন সদস্য সমিতির করণ-নির্বাহক অথবা নির্বাহী কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য হইবেন এবং উক্তকরণ নির্বাহকগণ গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত হইবেন।

(২) যে কোন করণ-নির্বাহকের প্রার্থী পদের জন্য মনোনয়ন পত্র ১ তফসিলের ক ফরম হইবে।

(৩) সভাপতি ও রিটার্নিং অফিসারের নিকট নির্বাচনের মনোনয়ন পত্র ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিবেন।

(৪) রিটার্নিং অফিসার সমস্ত মনোনয়ন পত্র বাছাইক্রমে ২১শে জানুয়ারীর মধ্যে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করিবেন।

(৫) ২২শে জানুয়ারীর মধ্যে যে কোন প্রার্থী তাঁহার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করিয়া লইবার অধিকার থাকিবে।

(৬) (ক) নির্দিষ্ট বৎসরের জন্য করণ-নির্বাহকদের অথবা নির্বাহী কমিটির সদস্যদের এবং অডিটরের নির্বাচন চলতি বৎসর ২৭শে জানুয়ারী সকাল ১০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৫ ঘটিকার মধ্যে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৬) (খ) ৩২ অনুচ্ছেদের ৩ ও ৪ দফায় উল্লিখিত তারিখের কোন তারিখে যদি ছুটির দিন পড়ে, মনোনয়ন পত্র দাখিল, বাছাই, প্রত্যাহার এবং নির্বাচন অনুষ্ঠান ইত্যাদি পরবর্তী কার্য দিবসে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৭) নির্বাচন তফসিলের খ ফরমে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে।

(৮) সমিতির সভাপতি নির্বাচনে রিটার্নিং অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করিবেন, এবং এই নির্বাচন পরিচালনার জন্য তিনি দায়ী হইবেন।

(৯) (খ) একটি মাত্র পদে একাধিক বা বেশী প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের ফলাফল যদি অভিন্ন হইয়া যায়, এই ক্ষেত্রে লটারীর মাধ্যমে ফলাফল নির্বাচিত হইবে এবং লটারী মোকাবেলায় বিজয়ী প্রার্থীকে নির্বাচিত বলিয়া ঘোষণা দেওয়া হইবে।

(৯) (গ) কোন বৎসরে যদি কোন কারণে অথবা লঘু ত্রুটিকারক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপট সমিতির নির্বাচন নির্ধারিত তারিখে অনুষ্ঠিত না হয়, অধিষ্ঠান নির্বাহী কমিটির মেয়াদ যথা নির্ধারিত সময়ে শেষ হইয়া যাইবে এবং সমিতির কার্য্যাদি চালাইয়া যাইবার জন্য সমিতি সাধারণ সভার মাধ্যমে এইরূপ মেয়াদের জন্য একটি ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করিবে; এইরূপ এডহক কমিটি গঠনের নিমিত্তে সাধারণ সম্পাদককে ২০শে জানুয়ারীর মধ্যে সমিতির সাধারণ সভা আহবান করিতে হইবে।

(৯) (ঘ) কোন প্রার্থী বা তাহার প্রতিনিধির দ্বারা নির্বাচন ফলাফল সম্পর্কে বিরোধের সৃষ্টি হইলে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচন পরবর্তী দিনের মধ্যে ভোট পুনঃগণনার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং সংক্ষুব্ধ প্রার্থী বা তাহার এজেন্ট ভোট পুনঃ গণনাকালে উপস্থিত থাকিতে পারিবেন এবং ভোট গণনার পর যে ফলাফল ঘোষিত হইবে, উহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৯) (ঙ) রিটার্নিং অফিসার প্রিজাইডিং অফিসারের নিকট হইতে নির্বাচনের ফলাফলের প্রতিবেদন প্রাপ্তিক্রমে ২৯শে জানুয়ারীর মধ্যে দাপ্তরিক ফলাফল ঘোষণা করিবেন।

(৯) (চ) যদি কোন ভোটার সদস্য তাঁহার শারীরিক অক্ষমতা এবং অসুস্থতা নিবন্ধন সশরীরে নির্বাচনে হাজির হইয়া ভোট দান করিতে অসমর্থ হন, রিটার্নিং অফিসার তাঁহার আবেদন পত্র মূলে এমন সদস্যকে ভোট দানের নিমিত্তে ব্যালট পেপার প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং যথাযথ মোহরকৃত এবং খামারকৃত ব্যালট পেপার সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন।

(১০) যে সকল সদস্য-সদস্যা পূর্ববর্তী বৎসরের নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত সমিতির যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করিয়াছেন, সেই সকল সদস্যাদের নামের সমন্বয়ে অধিষ্ঠান সাধারণ সম্পাদক প্রতি বৎসর ১৭ই জানুয়ারীর মধ্যে "নির্বাচক-তালিকা" প্রস্তুতক্রমে সমিতির যে কোন সদস্যের পরিদর্শনের জন্য উহার এক কপি নিজ দপ্তরে জমা রাখিয়া আর এক কপি নোটিশ বোর্ডে দানে "নির্বাচক নামাবলী" প্রকাশ করিবেন।

৩৩। নির্বাচনোত্তর মাসের প্রথম কার্য-দিবসে বিদায়ী কমিটি নব-নির্বাচিত নির্বাহী কমিটির নিকট কার্যভার হস্তান্তর করিবে এবং চলতি বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে পরবর্তী বৎসর জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত সমিতির সংবৎসর হইবে।

৩৪। সাধারণ সম্পাদকের লিখিত পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে সমিতির কোন আসবাবপত্র কাহাকেও দেওয়া যাইবে না।

৩৫। কোন ব্যক্তি বা দল সমিতির হল রুমে কোন সভা করিতে চাহিলে সাধারণ সম্পাদকের নিকট যথারীতি উহার ভাড়া বাবদ অগ্রীম এমন পরিমাণ টাকা প্রদান করিতে হইবে, যে পরিমাণ সমিতি উহার বার্ষিক বাজেটে নির্ধারণ করে। (বিগত ইংরেজী ১৭-১১-৯১ তারিখে সমিতির সভায় অনুমোদিত সিদ্ধান্ত মতে সংশোধিত)।

৩৬। এই সংশোধিত সংবিধানের বিধানাবলী পহেলা জানুয়ারী, ২০১০ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয় মনে করিতে হইবে এবং এই সংশোধিত সংবিধানটি পূর্ববর্তী সংবিধানের প্রতিকল্প বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

৩৭। এই সংবিধানের কোন বিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কে কোন বিতর্কের উদ্ভব হইলে সমিতি এই বিষয়টি নির্বাহী কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারে, নির্বাহী কমিটি তখন যে সিদ্ধান্ত দিবে উহাই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৮। সমিতির করণ-নির্বাহক সহ কোন সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে সংবিধান লংঘন করেন অথবা অন্যরূপ কার্য করেন, যাহা আইনজীবী সমিতির কোন অনুচ্ছেদের পরিপন্থী অথবা বলবৎ কোন সিদ্ধান্ত লংঘন করেন, এইরূপ লংঘনের জন্য কোন স্বতন্ত্র বিধান যদি সংবিধানে না করা হইয়া থাকে, অথবা যখন কোন বিষয় সাধারণ সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হয়, এমন কর্মের জন্য দায়ী সদস্য বহিস্কারযোগ্য হন, সমিতি যদি কোন সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে উপযুক্ত মনে করেন, তখন সেই সভার উপস্থিত সদস্য-সদস্যার সংখ্যা সমিতির নিবন্ধিত সদস্য-সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ হইবে।

৩৯। ৩৮ অনুচ্ছেদ বা অন্য কোন অনুচ্ছেদের অধীন কোন সদস্য-সদস্যার আচরণ আলোচনার বিষয় হইয়া দাড়ায়, তখন তিনি নিজে জড়িত এমন কোন প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট দানে অধিকারী হইবেন না, তবে তিনি তাঁহার নিজের পক্ষে সভায় বক্তব্য রাখিতে পারিবেন।

৪০। যদি কোন সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হইয়া থাকে অথবা এই সংবিধানের ৩০৮ অনুচ্ছেদের বিধান মতে তাঁহাকে অন্যরূপ কিছু করা হইয়া থাকে, তখন তাঁহার আবেদন পত্রে অন্ততঃ ১৫ (পনের) জন সদস্যের সুপারিশক্রমে তাঁহাকে এই শর্তে পুনঃ ভর্তি করা যাইবে, যদি এই উপলক্ষ্যে সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক আহুত বিশেষ সভায় অথবা তলবী সভায় সদস্যাগণ কর্তৃক কোন গৃহীত সিদ্ধান্ত মতে তাঁহাকে পুনরায় ভর্তিযোগ্য বলিয়া মনে করেন।

৪১। যদি না এই সংবিধানে অন্যরূপ কোন বিধান থাকে, অস্থায়ী করণিক এবং কর্মচারীকে বরখাস্ত বা কর্মচ্যুত করিবার এবং স্থায়ী করণিক এবং কর্মচারীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিবার, ক্ষমতা সাধারণ সম্পাদকের থাকিবে এবং সে যাহা হউক, তাহাদেরকে কর্মচ্যুতি বা বরখাস্তের জন্য সুপারিশ করিতে পারিবেন।

ইংরেজী সংবিধান থেকে বাংলায়
বিনীত অনুবাদক,
মুহাম্মদ আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া,
২০-১২-৯৩ ইং
মুহাম্মদ আফতাব উদ্দিন ভূঁইয়া
এম.এ; এল,এল,বি,
এডভোকেট
ময়মনসিংহ জেলা আইনজীবী সমিতি, ময়মনসিংহ
এবং
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতি, ঢাকা।
চেম্বার ঃ ৫৮/এ/২, পুরোহিত পাড়া,
থানা-কোতুয়ালী,
পোঃ ও জিলা- ময়মনসিংহ।
বাসার ফোন নং- ৫২০৪

গঠনতন্ত্র সংশোধনী উপ-কমিটি

জনাব আনিসুর রহমান খান,	আহবায়ক
জনাব জালাল উদ্দিন খান,	সদস্য সচিব
জনাব এ.এক.এম. মঞ্জুরুল হক,	সদস্য
জনাব আফতাব উদ্দিন ভূইয়া,	সদস্য
জনাব আনোয়ার হোসেন খান,	সদস্য